যুগান্তর

তারিখ 17 APR 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৮

ঢাবি ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তায়ও ঘটছে অঘটন

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘিরে ছয়টি প্রবেশ পথে প্রায় অর্ধশত পোশাকধারী পুলিশ দিনে-রাতে দায়িত্ব পালন করছেন। এর বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মোতায়েন থাকে আরও অন্তত ত্রিশ জন পুলিশ। এছাড়া বিভিন্ন সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরাও সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন উৎসবকে ঘিরে এ নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়। এতসব আয়োজনের মধ্যেই একের পর এক অঘটন ঘটেই চলেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলেছে, পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক ধরনের উদাসীনতা, ক্যাম্পাস ঘিরে মাদক ব্যবসা, বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত ও অবৈধ দোকানে বখাটেদের আড্ডা ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে।

জানা গেছে, শাহবাগ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথগুলোর মধ্যে তিন নেতার মাজার, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, চানখাঁরপুল, নীলক্ষেত ও পলাশীর মোড়ে দিনে-রাতে পুলিশি চেকপোস্ট থাকে। এসব চেকপোস্টে কমপক্ষে ৬ জন করে মোট ৩৬ জন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া টিএসসি, ডিসির বাসভবন, কলা ভবন, পুলিশ ফাঁড়িসহ বিভিন্ন পয়েন্টে আরও অন্তত ৫০ জন পুলিশ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর বাইরে বিভিন্ন উৎসবকে ঘিরে থাকে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উৎসবকে ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা (সিসি ক্যামেরা) স্থাপন করে আইনশৃংখলা বাহিনী। এত কিছুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একের পর এক ঘটছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঘটছে শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা। আর এসব কিছুই হচ্ছে শত শত মানুষের সামনে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোতে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মাঝে-মধ্যে অঘটনের পেছনে রয়েছে ক্যাম্পাস ঘিরে রমরমা মাদক ব্যবসা ও বহিরাগত বখাটেদের অবাধ আড্ডা। অন্যদিকে চোখের সামনে একের পর এক ঘটনা ঘটলেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নামধারী নেতাদের কারণে চুপসে থাকেন আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা। প্রকাশ্যে মারামারি কিংবা হামলার ঘটনায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকে দায়িত্বরত পুলিশ। অঘটন ঘটে যাওয়ার পর পুলিশ তৎপর হয়ে উঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। আর এ উদ্যানকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে মাদকের বিশাল সাম্রাজ্য। সুলভমূল্যে মাদক কিনে, নিরাপদে সেবনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে মাদকসেবীদের কাছে এ স্থানটির জুড়ি নেই। বিভিন্ন সময়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে নেশা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে বিভিন্ন সময়ে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটিয়ে থাকে।

এছাড়া চানখাঁরপুল, শহীদ মিনার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পলাশী ঘিরে গড়ে উঠেছে মাদকের এক বিশাল সিন্ডিকেট। বিভিন্ন সময়ে মাদকসেবীরা বিশ্ববিদ্যালয় এ এলাকায় প্রবেশ করে নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা মাদকসেবীদের উৎখাতে কিংবা ব্যবসা বন্ধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়নি। এদিকে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অনেক দিন আগে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। শুধুমাত্র কোনো অনুষ্ঠানকে ঘিরে আইনশৃংখলা বাহিনী নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে নিজস্ব সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. এম আমজাদ আলী যুগান্তরকে বলেন, সিদ্ধান্ত থাকলেও বাজেট না থাকায় ক্যাম্পাসে সিসি ক্যামেরা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি বলেন, শিগগিরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা ও লেখক অভিজিৎ রায়ের ওপর হামলা ঘটনা ঘটে। এর আগে একই স্থানে ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপরেও বইমেলা চলাকালীন সময়ে হামলা চালানো হয়। যদিও পুলিশ ওই সময় বলেছিল সেখানে তাদের তিন স্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই ১৯৯৯ সালে থার্টিফার্স্ট নাইটে শত-শত মানুষের সামনে ক্যাম্পাসে লাঞ্ছিত হন বাঁধন নামে এক তরুণী। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০১০ সালে রাজু ভাস্কর্যের সামনে বসন্তে। সর্বশেষ মঙ্গলবার একই এলাকায় ঘটে একই রকমের ঘটনা। এসব ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। দু'একটি ঘটনায় সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করলেও আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে তারা বের হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে রমনা জোনের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) আবদুল বাতেন জানান, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তায় পুলিশের চেষ্টার কোনো ঘাটতি নেই। তবে অনেক বড় জায়গা হওয়াতে কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে। তবে এসব ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে পুলিশি তৎপরতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।